

জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত

জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত সময় বা কাল□ জ্যৈষ্ঠ মাসেই এই ব্রত করার নিয়ম । ১ লা জ্যৈষ্ঠ থেকে সংক্রান্তিপর্যন্ত যতগুলো মঙ্গলবার পড়ে ,তার প্রত্যেক মঙ্গলবারেই নিয়মতিভাবে ব্রতের পালন ও অনুষ্ঠান পালন করিতে হয়।

কুমারী ও সখাবারা জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতে পারে ।

জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের দ্রব ও বধিান □ সতেরোটিসুপারি,ধান, দুর্বা ,ফুল ,পাকাআম ,পইতে ও কাঁঠাল ইত্যাদি। একটা সিঁদুর -কোট ,একখানা আয়না ও চরুনি। প্রথমে আলপনা দিয়া একটিপিদম একে তার মাঝখানকে কতকগুলো ধান ছড়িয়া দিয়া ওপর ঘট বসাতো হয়

একই মঙ্গলচণ্ডীর ঘট বলা হয় । ওই ঘটের গায়ে সিঁদুর দিয়া সবস্বতীকরে মত দুটিমূর্তিএকে দিতে হয় । ঘটে জল ভর্তিকরে তার উপরে রাখতে হবে দুটো পান আর একটি কলা ।

ঘটের পাশেই রাখতে হবে ভারা । ওই সময় সাধারনত যো সব ফল পাওয়া যায় তাই দিয়েই ভারা তৈরিকরা হয়ে থাকে । এতে দিতে হয় দুটিকরে আম ,কলা ,লবু ,লচু ,জামরুল ,খজুর ,গোলাপজাম ,কালোজাম ও সুপারি।

এর ওপরে একটা গোটা কাঁঠাল ও দেওয়া যতো পারে । তারপর ভরার পাশেরে রাখতে হবে জল । ১৭ টিকাঁঠাল পাতা , ১ টিবিলে পাতা একসঙ্গে বেধে ভরার পাশে রাখা কর্তব্য । ১৭ গাছা দুর্বা ,একটা কলার ঠোলায় পুরে তার কাছে রাখতে হবে।

খোলটরি গায়ে যেন সিঁদুর মাখানো থাকে । এর উপর ১৭ টিতুলসী পাতা , ১৭ টিআমন ধানের চাল , ও ১৭ টিযবের চাল , এক টুকরো কলাপাতায় মুড়ে ভরার কাছে রাখতে হবে । প্রত্যেক ব্রতীর জন্যে একটিসিঁদুর কটো ,

একখানা আয়না ও একটিচরুনিদিতে হবে । আর পুরোহতি পূজা করবে প্রোটকেরে নামে সংকল্প করে । পূজোয় সদ্ধ মত ফল মূল ও নবৈদ্ধ দায়ের নিয়ম । পূজার শেষে কলার খলায় পোড়া ধান ও যবএর চাল ,

তুলসী পাতা ও কলার সঙ্গে মখে নয়া গলি খেতে হয় । এইগুলো খাওয়ার

সময় সাবধান হয়ে গলিত হব যাত সগেলো দাত না ঠেকে যায়। এটাই হলো গদ খাওয়া। এই সম্পূর্ণ গদকে তনিভাগ করে তনিবারে সমস্তটা খেয়ে নেওয়াই বখি।

ব্রতীরা দনিরে বেলো ফল-মূল এবং রাত্তরি লুচি খতে পারে কংবা দনিরে বেলোয় লুচি আর রাত্তরি ফল-মূল খতে পারে।

জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা। ব্রতকথা শোনার সময় তনিগাছা দূর্বা ও একটি করে ফুল হাতে নিয়ে ব্রতকথা শুনবে, এবং ব্রতকথা শেষে হল জল খাবে।

শবিরে বাড়ি কলৌস পর্বতে। আকাশ থেকে যেন কোটিকোটিকি চাঁদরে আলো ঝরে পড়ছে সেখানো। গন্ধর্ব, কনির, যক্ষ ও বদ্বিধারদের গানে কলৌসে শবিলোক পরপূর্ণ হয়ে আছে।

এমনি একটা দনি মা ভগবতী পদ্মার সঙ্গ বসে গল্প করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে এলো যে, মৃত্যু তঁর পূজার প্রচলন হওয়া দরকার তার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই কথা শুন পদ্মার খুব ভাবনা হলো। সে ভাবতে লাগলো কমন করে মৃত্যু মা'র পূজার ব্যবস্থা হতে পারে। পদ্মার এই ভাব দেখে মা বললেন যে, এর জন্যে কারুক ভাবতে হবে না, তনি নিজিই তাঁর পূজার ব্যবস্থা করবেন। আর করলেনও তাই

“মায়া করি ধরে মাতা জরাতীর বশে, হাতে লাঠি কাঁধে ঝুলি উড়ি পড়ে কশে।”

এমনি এক বুড়ীর বশে ধরে মা চললেন মৃত্যু। এই বশে মা উজানী নগরে এক বনে সেওদাগরের বাড়তি গিয়ে উপস্থিতি হলেন। এই বনে সেওদাগরের সাতটি ময়ে, ছলে একটিও নই। মা এক বুড়ী ব্রাহ্মণীর বশে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ঢুকলেন গিয়ে

বনের বাড়তি। তখন একবোর ভর দুপুরবলো, বাইরে প্রচণ্ড রোদ, তাই ঘরের বাইরে কেউ বেরুচ্ছে না, এমনি সময়ে এসে চাইলেন ভিক্ষে।

বনেবেটো তখনি চাল আর টাকা খালায় নিয়ে ভিক্ষে দিতে এলেন। ব্রাহ্মণী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হ্যা মা, তোমার ছলে ময়ে ক'টি বনেবেটো বললো, ‘আমার সাতটি ময়ে হয়েছে, ছলে একটিও হয়নি মা।’

বনেবেটো-এর উত্তর শুন, মা আর তার হাত থেকে ভিক্ষে নলেন না। তনি

বললেন, ‘ছলে আঁটকুড়োর মুখ দেখতে নই।’ এই কথা বলে ব্রাহ্মণী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং কাছেই একটা অশ্বথ গাছের তলায় গিয়ে বসলেন।

এদিকে দুপুরবলোয় এক বুড়ী ভিক্ষে নতি এসে, ছলে আঁটকুড়োর মুখ দেখতে নই বলে চল গেল। এতে বনেবেটো-এর খুব দুঃখ হলো, সে ভিক্ষেরে থালা ছুঁতে ফলে দিয়ে বসে বসে কাঁদতে লাগল।

বনেবেটো-এর কান্না শুনতে, সাত ময়ে ছুটে এলো, দাস-দাসীরা ছুটে এলো, আর স্বয়ং সওদাগর ছুটে এলেন। সকলে বনেবেটো-এর কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু বনেবেটো কোনও কথা বলে না।

শেষে সওদাগর অনেকে অনুন্য় বনিয় করার পর সে বলল সেই ব্রাহ্মণী ভাখারণীর কথা। বনেবেটো আরও বলল যে, ভাখারণী বলে গেছে। যে, ময়ে আঁটকুড়োর মুখ দেখতে আছে তবুও ছলে আঁটকুড়োর মুখ দেখতে নই।

সেই জন্মে বনেবেটো জন্মে ধরছে যে, ছলে না হলে সে আর জীবন রাখবে না। বনে সওদাগর তখন লোকজন নিয়ে বরেল বুড়ীর খোঁজে। কিছু দূর গিয়েই সওদাগর একটা অশ্বথ গাছতলায় বুড়ীকে বসে থাকতে দেখলো।

সওদাগর অমন গিয়ে বুড়ীর পা দু’খানা চপে ধরে বললো, “মা আমার বটো ছলে আঁটকুড়ো বলে তার হাতে ভিক্ষে নাওনি, এতে তার খুবই দুঃখ হয়েছে। এখন তুমি মা দয়া করে একটা ওষুধ দাও, যাতে সে ছলেরে মুখ দেখতে পারে।

বুড়ী সব শুনতে চুপ করে রইলো। শেষে অনেকে সাধ্য সাধনার পর বলল, ‘তুই যখন নহোতই ছাড়াবিনা তখন তাকে একটা ফুল দিচ্ছি, এইটা নিয়ে যা। ফুলটা খুব সাবধান রাখবি। বনেবেটো যখন অশুচি হবার চারদিন পরে স্নান করে উঠবে,

তখন তাকে এই ফুল ধোয়া জল খেতে বলসি, তাহলে তার চাঁদরে মত ছলে হবে। বুড়ীর কাছ থেকে ফুল পয়ে সওদাগর ছুটলো বাড়িতে এবং তার বটোর হাতে ফুলটি দিয়ে তাকে সব কথা বলল।

কছুদিন গেলে, এইবার বনেবেটো অশুচি হওয়ার পর স্নান করে উঠে সেই ফুল ধোয়া জল খেল। মা ভগবতীর দয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই বনেবেটো-এর পটে সন্তান এল। বুড়ো বয়সে বটো গর্ভবতী হয়েছে,

এবার তার আঁটকুড়ো নাম ঘুচবে, বাড়ীতে সকলের কী আনন্দ। ক্রমে ন মাসে

বনেবেটো এর সাধ দণ্ডেয়া হল খুব ঘটা করে। এইভাবে দশমাস দশদনি কটে
যাওয়ার পর বনেবেটো-এর প্রসব বদেনা উঠলো,

কিন্তু প্রসব বদেনায়. সে খুব কষ্ট পতে লাগল, প্রসব আর কিছুতেই হয় না।
সকলে খুবই ভাবনায. পড়ছে। এমন সময়. একজন বৃদ্ধা এসে বটায়েরে ওই
অবস্থা দেখে বললো,

‘বউমা এতো কষ্ট পাচ্ছে, সে একবার মা দুর্গাককে ডাকুক না তিনিই সব
দুর্গতদূর করবেন।’ এই কথা শুনবে বনেবেটো কঁদে কঁদে মা ভবানীকে ডাকতে
লাগলো। এমন সময়. কলোসে মা ভবানীর সৎহাসন টলে উঠলো।

মা তখন পদ্মাকে জজিঞাসা করলনে, “হ্যারে পদ্মা, হঠাৎ আমার সৎহাসন
এইভাবে টলে উঠলো কেন?” পদ্মা তখন বললে, ‘মা, তুমি যবে বনেবেটোকে ওষুধ
দযিছেলি ছলে হবার জন্যে আজ ন’দনি ধরে প্রসব বদেনায়. সে ভয়ানক কষ্ট
পাচ্ছে, তাই সে তোমায. ডাকছে।’ পদ্মার কথা শুনবে মা’র মনে খুব কষ্ট
হলো।

তনিআবার বুড়ীর বশে বনেরে বাড়.গযি. হাজরি হলনে। বাড়.তি তখন অনকে
লোকজনরে যাতায়াত চলছে। মা তখন একটমযেকে জজিঞসে করলনে,
‘হ্যাগা, কী হয়ছে তোমাদরে বাড়.তি এত লোকজন কেন?’ মযেটেতি তখন
বুড়ীকে সব কথা বললো।

বুড়ী তখন বললে, ‘আমি কি বটোরাণীকে একবার দেখতে পারি?? মযেটেতি বলল,
“কনে পারবে না মা?” এই বলে মযেটেতি বুড়ীকে নযি. গেলে পনেবেটো-এর কাছে।
বুড়ী তখন বললে, ‘ঘর থেকে সবাই বরেযি. যাও,

আমি একলা বটোরাণীর কাছে থাকবো, তোমাদরে কোনো ভয় নহে।’ বুড়ীর কথা
মত সকলে ঘর থেকে বরেযি. যতে বুড়ীর বশে মা ভগবতী বটোরাণীর গায.
তাঁর পদ্মহস্ত বুলযি. দলিনে।

সঙ্গে সঙ্গে বনেবেটো একটচাদরে মত ছলে প্রসব করলো। মা ভবানী তখন
ছেলেটেকে একটু আদর করলনে আর বললনে, ‘এর নাম রেখো জয়দবো।’ এই বলে
মা অদৃশ্য হয়ে গেলনে।

এইভাবে বশে কিছুদনি কটে গেলে। হঠাৎ আবার মা ভগবতীর সৎহাসন টলে
উঠলো। আবার বুড়ীর বশে মা গযি. হাজরি হলনে ধনপতিসদাগরের বাড়.তি।
তমেনি দুপুরবলোয. সখোনগযি. ভকিষে চাইলনে।

ধনপতরি বটো তখন থানায় করে। চাল আর টাকা নিয়ে এসে বুড়ীকে ভিক্ষে দিতে এল। বুড়ী তখন তাকে জিজ্ঞাসে করলো, “হ্যাঁ মা, তোমার ছলে-ময়ে কটি?” বনেবেটো বলল, ‘আমার সাতটি ছলে, ময়ে হয়নি মা।’

এই কথা শুনে বুড়ী আর ভিক্ষে নলিনে না, শুধু বলে গেলেন, ছলে আঁটকুড়োর মুখ দেখতে আছে, তবু ময়ে আঁটকুড়োর মুখ দেখতে নেই।

এই কথা শুনে বনেবেটো ভিক্ষের খালা ছুঁড়ে ফেলে দিলো আর নিজের মাটিতে পড়ে খুব কাঁদতে লাগলো। তার কান্না শুনতে বাড়ি শূদ্ধ লোক এসে পড়লো তার কাছে, আর কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করতে লাগলো।

কিন্তু বনেবেটো উত্তরই দিচ্ছে না। অনেকে সাধ্য সাধনার পর সে বললো যে, এক ব্রাহ্মণী তার হাতে ভিক্ষে না নিয়ে চলে গেছে, আর বলে গেছে ছলে আঁটকুড়োর মুখ দেখতে আছে, কিন্তু ময়ে আঁটকুড়োর মুখ দেখতে নেই।

এই কথা বলার পর বনেবেটো খুব কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল যে, ময়ে না হলে সে আর কিছুতেই তার প্রাণ রাখবে না। সওদাগর তখন লোকজন নিয়ে বুড়ীর

খোঁজে বেরুলো। তারা কিছুদূর গিয়েই দেখলো যে, বুড়ী একটা বটগাছের নচি বসে আছে। সওদাগর তখন তার পা দুটো ধরে অনেকে অনুন্য় বনিয়ে করে বললো, ‘মা আমার ময়ে হয়নি বলে তুমি আমার বটায়ের হাতে ভিক্ষে নাওনি,

সে কঁদে কঁদে সারা হচ্ছে। এখন কী করে আমার ময়ে আঁটকুড়ো নাম ঘুচবে দয়া করে তুমি তার ব্যবস্থা করে দাও মা।’ সওদাগরের কথা শুনতে মা’র দয়া হলো, তখন তিনি তাঁর ঝুলি ভেতর থেকে একটা ফুল বের করে সওদাগরের হাতে দিলেন

আর বললেন, ‘এটা তুই নিয়ে যা, আর খুব যত্ন করে রাখসি। তোর বটায়ের অশুচি হওয়ার পর চারদিন পরে শুচি হলে এই ফুলটা ধুয়ে জল খেতে বলসি, তাহলেই ফুলের মতো ময়ে হবে তার।

এর কিছুদিন পরে বনেবেটো গর্ভবতী হলো। দশমাস দশদিন কটে যাবার পর প্রসব বদেনা দেখা দিল, কিন্তু প্রসব আর কিছুতেই হতে চায় না, বনেবেটো খুব কষ্ট পতে লাগলো। তখন সে কঁদে কঁদে মা’কে ডাকতে লাগলো।

এবারও মা’র সিংহাসন টলে উঠলো। পদ্মা তখন মা’কে বনেবেটো-এর কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললো যে, ‘চার পাঁচদিন ধরে সে খুব কষ্ট পাচ্ছে।’-এই শুনতে মা আর থাকতে পারলেন না।

আবার বুড়ীর বশে ধরে চললেন বনেবেটো-এর বাড়ি। সেখানে পৌঁছে বাড়ির লোকেরে মত নিয়ে বুড়ী গিয়ে ঢুকলো আতুড ঘরে। এখানে বনেবেটো-এর কাছে যারা বসেছিল, বুড়ী তাদের বললে, ‘তোমরা সকলে একবার ঘরের বাইরে যাও,

আমি একলা একটু বটায়ের কাছে থাকবো।’ বুড়ীর কথা শুনলে সকলে যেনে আবিস্ট হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুড়ী তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বনেবেটো-এর গায়ে হাত বুলায়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বনেবেটো একটি ফুলের মত ময়ে প্রসব করলো। মা তাকে নিয়ে একটি আদর করলেন, তারপর তাকে বনে বটায়ের কোলে দিয়ে বললেন, এর নাম রাখো জয়াবতী।’ এই বলে মা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ক্রমে জয়াবতী সাত বছরে পড়লো। সে এখন তার সম জুরালে পায়, মলে জিওয়.

ধাঁড়ায় কাটে না।

আগুন জলে ফলে

দলে মরণ ঘটতে না।

সতীন মরে ঘর পায়।

রাজা মরে রাজ্য পায়।টি পাড়ার ময়েদের নিয়ে পুতুল খেলে আবার ঠাকুর পুজোও করে। সে ছেলেখেলার মত বালির নৈবেদ্য, কাঁঠাল পাতা, বলেপাতা, বনের ফুল আর নানান রকমের লতাপাতা দিয়ে আপন মন থেকেই মঙ্গলচণ্ডীর পুজো করতে থাকে।

একদিন সে এইভাবে পুজো করছে এমন সময় জয়দেবের পায়রা এসে বসলো জয়াবতীর কোলে। জয়দেবও পায়রার পছন্দে ছুটে ছলি। সে এসে দেখলো পায়রা জয়াবতীর কোলে বসে আছে।

জয়দেব বললে, ‘আমার পায়রা দাও।’ জয়াবতী বললে, ‘বাঃ রে, পায়রা আমার কোলে এসে বসছে আমি তোমায় পায়রা দেবো কেন? না আমি দেবো না।’

জয়দেবও ছাড়বার পাত্র নয়, সে তার পায়রা নিয়ে তব ছাড়লো। যাবার সময় সে জয়াবতী আর তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলো, এ তোমরা কী করছো?’ জয়াবতী বলল, ‘আমরা মা মঙ্গলচণ্ডীর পুজো করছি।’ জয়দেব আবার বলল, এতে কী ফল হয়।”

জয়াবতী বলল

“হারালো পায., মলো জড়িয.

ধাঁড়ায়. কাটো না।

আগুনো জলো ফলো

দলিও মরণ ঘটো না।

সতীন মরোও ঘর পায.।

রাজা মরোও রাজ্য পায. । ”

এই কথাগুলো শোনার পর জয়দেবে বাড়তি ফেরি এসে গোঁসা ঘরে গিয়ে শুলো।
কারুর সঙ্গে কোনো কথাই বলে না ছলো। বাড়ি শুদ্ধ সকলে একবোরো
অস্থির। সকলে কত জিজ্ঞাসা করলো যে, কসিরে জন্মে তার রাগ হয়ছে,

কিন্তু সে কোনো উত্তরই দলি না। শেষে জয়দেবের মা এসে অনেকে অনুময়.
বনয়. করতে জয়দেবে বললো যে, সদাগরের মেয়ে জয়াবতীর সঙ্গে তার বয়ি.
দলিও তবে সে নাওয়া-খাওয়া করবো।

জয়দেবের মা, তার এই কথা শুনো বলল, ‘এরই জন্মে তার রাগ। এই তার
কথা, এর জন্মে ভাবনা কী, আমকির্তাকে বলে শীঘ্রই জয়াবতীর সঙ্গে তার
বয়িরে ব্যবস্থা করো। দিচ্ছি, ওরা তো আমাদেরই ঘর কিছুই আটকাবো না।’

কছুদিন পরেই বনো সদাগর জয়াবতীর বাবা ধনপতি সোদাগরের কাছে বয়িরে
প্রস্তাব পাঠালো। ধনপতিও বনো সদাগরের লোকের মুখে সব শুনো, বয়ি.
দতিও রাজী হয়ে গলে আর বয়িও স্থির হলো। জ্যৈষ্ঠ মাসের মঙ্গলবারো।

জ্যৈষ্ঠ মাসের জয়. মঙ্গলবারের ব্রতের দিন, খুব ধুম ধাম করে জয়াবতীর
সঙ্গে জয়দেবের বয়িও হয়ে গলে। বয়িরে দিন রাত্তরি বাসরঘরে জয়াবতী
আঁচলে বাধা গদ বরো করে খয়ে নলিো।

তাই দেখে জয়দেবে বললো, ও কী, তুমকি কোনো তুক করলো নাকি?/ জয়াবতী
বলল, ‘তুক তাক কিছুই করনি, আজকে জয়. মঙ্গলবারের ব্রত করছি, তার গদ
খলোম।’

বয়ি.রে পরদনি ধনপতসিঙ্গর জযাবতীকে সোনার গহনায়. একবোর.ে মুড.ে দলি, আর অনকে ধনরত্ন দযি.ে বর-কনকে.ে বদযি.ে করল। যাবার সময়. জয.দবে তার বাবার সঙ্গে না গযি.ে একটা আলাদা ডঙ্গীতে করে বটাক.ে নযি.ে চললো।

হলে.ে ইচ্ছযে. তার বাবা কোনো বাধা দলিনে না। খানকি দূর যাবার পর জয.দবে জযাবতীকে বললো, ‘দ্যাখো এখান.ে চোর.ে খুব উপদ্রব, তুমি অনকে গয.না পরে আছো, চুরি যাওয়ার খুব ভয. আছে।

তুমি সমস্ত গয.না খুল.ে তোমার কাপড়.ে একটা পুঁটলি করে আমায়. দাও, আমি ওটা কোল.ে নযি.ে বস.ে থাকি। আর তুমি আমার চাদরটা পরে থাকো।’ জযাবতী তাই শুন.ে গহনাগুলোর একটা পুঁটলি করে জয.দবে.ে হাত.ে দযি.ে দলি,

আর জয.দবে সঙ্গে সঙ্গে সই পুঁটলিটা জল.ে ফল.ে দলি। তার পরই কলৌসে মা ভবানীর আসন টল.ে উঠলো। মা পদ্মাক.ে জজিঞসে করলনে, ‘আবার আমার আসন টললো কনে পদ্মা?’ পদ্মা বললো, তোমার জয.দবে, জযাবতীর সব গহনা জল.ে ফল.ে দযি.ছে.ে, এখন কী উপায়. হব.ে?’ দবৌ ভবানী তখনুরিাঘব বোয়ালক.ে ডকে.ে বললনে, ‘আমার জযাবতীর সমস্ত গহনা জয.দবে পুঁটলি করে জল.ে ফল.ে দযি.ছে.ে,

তুমি পুঁটলিটা এখনুগিলি ফল.ে পটেরে মধ্য.ে রাখো। আর খাল, বলি, নদী ও পুকুরে যখন.ে যত মাছ আছে, তাদের ডকে.ে বললনে, ‘কাল থকে.ে তিনি দনি তোমরা সকল.ে গভীর জল.ে মধ্য.ে লুকযি.ে থাকবো।’

এদকি.ে বনে.ে সওদাগর.ে বটো, মযে.দেরে নযি.ে ডঙ্গী বরণ কর.ে এলো। সকল.ে দখেলো বটোয.ে গায়.ে একখানাও গহনা নই। সকলই বল.ে লাগলো য.ে, বটোয.ে বাবা অত বড়.মানুষ হয.ে, মযে.কে.ে একখানাও গয.না দযে.নি, কি আশ্চর্য! যাই হোক, বনেবটো নজিরে ঘর.ে নানা রকম গহনা বটাক.ে পরযি.ে বটো বরণ করলো, আর তাক.ে ঘর.ে নযি.ে গলো।

পর.ে দনি বটোভাত। ভাল মাছ ধর.ে দবোর জন্যে জলে.দেরে ওপর হুকুম হলো। জলে.রোও বরেলো মাছ ধর.ে, কনিতু কোথাও মাছ মল.ে না শেষে নদীতে জাল ফল.েতে জালে পড়লো সই রাঘব বোয়াল মাছ, য.ে জযাবতীর গহনার পুঁটলি গলিছেলি।

জলে.রো মাছ নযি.ে সদাগর.ে বাড়.তি.ে এলো। প্রকাণ্ড মাছ, বাড়.রি সবাই খুব খুশি মাছ কোটবার আযোজন হলো। কনিতু বঁটি, কাটারি এমন কিকুড়ুল দযি.েও স.ে মাছক.ে কউ কাট.ে পারলো না।

এইসব ব্যাপার দেখে, জয়াবতী তার শাশুড়ীকে বললো, ‘মা, আমি মাছটা কুটবো?’ শাশুড়ী বললো ‘এতো মানুষ পারলে না আর তুমি পারবে? কী বলছো বটোমা?’ জয়াবতী কিন্তু সহজে ছাড়লো না, শাশুড়ীকে অনেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নজিহে মাছ কুটতে

বসলো। মা মঙ্গলচণ্ডীকে স্মরণ করে সে ছোট বঁটারি একটা দুটো কপোপ দতিহে মাছটা টুকরো টুকরো হয়ে গেলো আর তার পটেরে ভতের থকে বেরিয়ে এলো সেই গহনার পুঁটলি।

জয়াবতী তখনই ঘাটে গিয়ে সেই পুঁটলিটা ধুয়ে নিয়ে নজিরে সব গহনাগাটি পরে নলি। তখন সকলহে বলতে লাগলো, “ওঃ! কী গয়নাই দিয়েছেন ধনপতি!” বনে সঙ্গারেরে বটায়েরে তখন আনন্দ আর ধরে না।

এদিকে জয়াবতীকে সব গহনা ফিরে পতে দেখে জয়দবে ভাবলো হারালে পায। জয়াবতী তো সত্যহি সব হারিয়ে আবার ফিরে পেলো। সদিনি বটোভাত, সতেরোশো বনে এসছে নমিন্ত্রণ খতে।

জয়দবে গিয়ে চুপি চুপি তাদের বলে দলি য়ে, তারা যনে বলে মাছ য়ে কুটছে সেই যদি রান্না করে তবহে তারা খাবে তা না হল খাবে না। তখন কথাটা বনে সঙ্গারেরে কানে উঠলে, বনে সঙ্গার জয়াবতীর কাছে গিয়ে বললো,

‘মা জয়াবতী, তুমি না রান্না করলে কেউ খাবে না বলছে, এখন কী হবে মা? একটা উপায় য়ে তোমাকে করতহে হবে। এই কথা শুন জয়াবতী প্রাণভরে মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকতে লাগলো।

জয়াবতীর কাতর প্রার্থনা শুন, আবার কলোসে মা ভবানীর আসন টললো। মা পদ্মাকে বললেন, ‘কী হয়েছে পদ্মা, আবার আমার আসন টললো কেন?’ পদ্মা বললো, ‘তোমার ব্রতদাসী জয়াবতী বপিদে পড়ে তোমাকে ডাকছে।

আজ বটোভাত, সতেরোশো বনে এসছে নমিন্ত্রণ খতে, তারা বলছে জয়াবতী না রান্না করলে কেউ খাবে না। তখন মা ভবানী এক শ্বতে মাছরি রূপ ধরে উড়ে জয়াবতীর কাছে গিয়ে – উপস্থিতি হলেন।

পরে মা জয়াবতীর কানে কানে বললেন, ‘ভয় কী, তুমি বলো ১৭টি হাড়ি চাই, ১৭টি সরা চাই, আর ১৭ গোছা বড়ী চাই।’ মাযেরে কথামতো জয়াবতী গিয়ে শ্বশুরকে ওই জনিসিগুলো আনিয়ে দতিে বললো।

জয়াবতীর শ্বশুর তখন জনিসিগুলো আনিয়ে দলি। জনিসিগুলো রান্নাঘরে

রখে দেবার পরে জয়াবতী একখানি চিলী পরে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকতে দরজা বন্ধ করে মা চণ্ডীকে স্মরণ করলো। মা অঙ্গুনি এসে উপস্থিতি হলেন।

১৭টা উনুন একসঙ্গে জ্বলে উঠলো। দেখতে দেখতে হাড়গিলতো রান্না চপে গেলো আর রান্না হয়ে গেলো অল্প সময়ের মধ্যে। মা তখন জয়াবতীর কাপড়ে আর পড়িতে একটু হলুদ মাখিয়ে দিয়ে বললেন, ‘এইবার বাইরে গিয়ে বলো সব রান্না হয়ে গেছে।’

রান্না সরে জয়াবতীকে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে এবং সব রান্না হয়ে গেছে শুনতে বনেতে সওদাগরের বটো একবারে আশ্চর্য হয়ে গেলো, এখন তার আনন্দে অন্ত নাই।

এত শগিগরি সব রান্না হয়ে যেতে দেখে সকলেই জয়াবতীর খুব সুখ্যাতি করতে লাগলো। জয়দেবে তখন আবার গিয়ে বনেদের বলল এলো যে, তারা যেন বলে যিনি রান্না করছেন তিনি পরিশ্রম না করলে কটে খাবে না।

এই কথা বনেতে সওদাগরকে জানানো হবার পর, জয়াবতীর শাশুড়ী গিয়ে জয়াবতীকে বনেরো যেকথা বলছেন সেই কথাগুলো বললো। জয়াবতী আবার মাকে স্মরণ করতে মা মঙ্গলচণ্ডীও সঙ্গে সঙ্গে এসে দেখা দিলেন এবং জয়াবতীকে বললেন,

তুমি তোমার শাশুড়ীকে বলো, সতরোশো বনেতে একসঙ্গে খেতে বসলে তুমি তাদের পরিশ্রম করতে পারবে। তারপর তারা খেতে বসলে তুমি একখানা পাত্রে সব জনিসি দিয়ে দেবে, তাহলেই দেখবে সব পাত্রেই জনিসিগুলো পড়ছে।

জয়াবতীর কথা অনুসারে বনেরো সব একসঙ্গে খেতে বসলো, আর জয়াবতী একখানা পাত্রে সব জনিসি দিয়ে দিতেই জনিসিগুলো সব পাত্রেই পড়লো সঙ্গে সঙ্গে।

বনেরো সবাই খুব তৃপ্তি করে খেয়ে জয়াবতীকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে চলে গেলো। জয়াবতীর বয়ের পর ৫/৬ বছর কটে যেতে জয়াবতী গর্ভবতী হলো। বনেবেটো খুব ঘটা করে সাধ দিলো, গরবি-দুঃখীকে অনেকে দান করা হলো। শেষে দশমাস

দশদিনের পর ঘর আলো করে ছলে এলো জয়াবতীর কোলো। পাচুটরে দিন ছলেকে তলে-হলুদ মাখিয়ে পড়িতে শুইয়ে দিয়ে জয়াবতী পুকুরে স্নান করতে গেলো। এই ফাঁকে জয়দেবে চুপচুপি এসে ছলেটোকে টুকরো টুকরো করে কটে

একটা হাড়তিতে ভরে তার মুখে সরা চাপা দিযি়ে জলে ভাসযি়ে দলি়ো। এইবার মা আবার পদ্মার মুখে শুনলনে য়ে, জয়দবে এবার জযাবতীর ছলেকে টুকরো টুকরো করে কটে একটা হাড়তিতে ভরে জলে ভাসযি়ে দযি়েছে

না তখন শিঙখচলি হয়ে এসে হাড়টি তুলে নযি়ে গলেনে, তারপর কাটা টুকরোগুলো একটা পদ্ম পাতায় রখে অমৃত কুণ্ডরে জল তার উপর ছটিযি়ে দলিনে, ছলেটেওি অমন বিঁচে উঠলো।

তারপর জযাবতী স্নান সরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে ছলেটেকি়ে তাঁর কোলে দযি়ে দলিনে, আর তাকে বলে দলিনে য়ে, জয়দবে তার ছলেটেকি়ে কুঁচো কুঁচো করে কটে জলে ভাসযি়ে দযি়েছেলি়ো,

সে যনে জয়দবেরে কাছ থেকে ছলেটেকি়ে খুব সাবধানে রাখে। জযাবতী ছলে কোলে নযি়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফরি়ে এলো। জয়দবে এতক্ষণ লুকযি়ে ছিলি়ো, এইবার ব্যাপার কী জানবার জন্যে বাড়রি ভতের ঢুকতই ছলেকে জযাবতীর কোলে দেখে

একবারে আশ্চর্য হয়ে গলো। তারপর ছলেরে ষষ্টি পূজোর সময় জয়দবে আবার ছলেটোকে একলা পয়ে, তার ঘাড় ভঙ্গে পুকুর ঘাটে কাঠের নীচে পুঁতে রখে এলো।

এবারেও মা মঙ্গলচণ্ডী পদ্মার মুখে এই কথা জানতে পারলনে। মা তখন জলদবীকে ডেকে বললনে, ‘আমার ব্রতদাসী জযাবতীর ছলেকে জয়দবে তুলে নযি়ে গযি়ে, তার ঘাড় ভঙ্গে পুকুরের ঘাটের নীচে পুঁতে রখেছে। জযাবতী স্নান করে উঠলে ছলেকে

তার কোলে দযি়ে দি়ো।’ জযাবতী স্নান করে ওঠবার পরে জলদবী মা’র কথামতো ছলেকে জযাবতীর কোলে দযি়ে দলিনে এবং বলে দলিনে, ‘মা, জয়দবে তোমার ছলেকে মরে রোই কাঠের নীচে পুঁতে রখেছেলি়ো, জয়দবেরে কাছ থেকে ছলেকে সাবধানে রখেো মা।

জযাবতী ছলে কোলে নযি়ে খুব আনন্দে ষষ্টি পূজো করলো। এবারেও জয়দবে লুকযি়ে ছিলি়ো, পরে বাড়ি ঢুকই দেখলো জযাবতী ছলে কোলে নযি়ে বসে আছে।

এইভাবে ছ’মাস কটে গলো, এইবার ছলেরে ভাতের সময় এলো। ছলেরে ভাত উপলক্ষ্যে সতরোশো বনে এলো নমিন্ত্রণ খতে। নমিন্ত্রণ পয়ে অনেকে দূর দূর থেকে লোক এলো বনে সওদাগরের বাড়তি।

বাড়িতে তখন চললো খুব আনন্দ উৎসব। ক্রমে এসে গেলো ভাতের দিন। জয়াবতী ভাতের দিনি ছলেকে নাইয়ে-ধুইয়ে নানারকম গহনা পরিয়ে রেখে গেলো স্নান করতো। এদিকে জয়দবে সুযোগ খুঁজছিলো।

এই ফাকে সে ছলেটোকে তুলে নিয়ে গিয়ে কুমোরদরে পোয়ানরে ভতের রেখে এলো। সেইদিনই আবার ছলি পোয়াননে আগুন দবোর কথা। সেই মতো কুমোররো পোয়াননে আগুন দলিও, কিন্তু আগুন ধরল না।

তারা কতো রকমে চেষ্টা করলো কিন্তু আগুন কছিতই ধরাতো পারলো না। এদিকে কলোসে আবার মা'র আসন টললো। মা পদ্মাকে জিজ্ঞেসে করলেন, 'ব্যাপার কী?' পদ্মা বললো, 'আজ তোমার ব্রতদাসী জয়াবতীর ছলে ভাত।

সে ছলেকে শুইয়ে রেখে গিয়েছিলো স্নান করতো, সেই সুযোগে জয়দবে ছলেটোকে তুলে নিয়ে গিয়ে কুমোরদরে পোয়ানরে ভতের রেখে এসেছে।' পদ্মার মুখে সব কথা শুনতে, মা আবার এক বুড়ী ব্রাহ্মণীর বেশে ধরেনেমে এলেনে মর্ত্যে।

কুমোররো তখন অনেকজন মলি পোয়াননে আগুন ধরাবার চেষ্টা করছে। মা কুমোরদরে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেসে করলেন, 'হ্যাঁগা, তোমাদরে এখাননে এতো ভীড় কসিরে?' কুমোররো বললো,

'মা, আমরা পোয়াননে কছিতই আগুন ধরাতো পারছি না, যতো বরে চেষ্টা করছি আগুন কছিতই ধরছে না। আমরা বুঝতে পারছি না ব্যাপার কী।' মা তখন তাদের সরে যেতে বলে পোয়ানরে ভতের থেকে ছলেটেকে বার করে নলিনে। সঙ্গে সঙ্গে পোয়াননেও আগুন জ্বলে উঠলো।

মা তারপর ছলেটেকে নিয়ে গিয়ে জয়াবতীর কোলে দিয়ে বললেন, 'তোমায. কতোবার বলছে যি, ছলেটেকে সাবধাননে রেখো মা, তা তুমি পারছো না। আজ জয়দবে তোমার ছলেকে নিয়ে গিয়ে কুমোরদরে পোয়ানরে ভতের রেখে এসেছিলো।

এই কথা বলে জয়াবতী এবং তার ছলেকে আশীর্বাদ করে মা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সন্ধ্যের পর জয়দবে বাড়ি ঢুকতে দেখলো যে, ছলে বেশে আনন্দে মাযরে কোলে বসে খেলো করছে। এইবার জয়দবে বুঝলো,

তনিবার চেষ্টা করো যখন ছলেটোর কোনো ক্ষতি করা গেলো না, তখন এ কথা মানতেই হবে যে, ব্রতের ফল হইতো অন্যথা কখনো হয় না। এরপর আর একদিন শেষে দেখেবার জন্যে জয়দবে একখানা কাটারি দিয়ে ছলেটোকে

কাটতে আরম্ভ করলো।

এমন সময় জয়াবতী এসে বললো, ‘এ কী করছো তুমি? এত রকম করেও তোমার বশির্বাশ হলো না মা মঙ্গলচণ্ডীর ওপর? জয়দবে বেশে খানকিটা লজ্জা হযে বললো, হ্যা এইবার আমার বশির্বাশ হযছে।

তারপর থেকে জয়দবে আর কোনো অঘটন ঘটানোর চেষ্টা করলো না। জয়াবতীকে নিয়ে সে বেশে সুখে ঘর করতে লাগলো। পরে তাদের আরও কয়েকটি ছেলে-মেয়ে হলো। জয়াবতীর শ্বশুর ও শাশুড়ী নাতিনাতনীদরে মুখ দেখে খুব আনন্দে দিন

কাটিয়ে শেষে স্বর্গে চলে গেলো। জয়াবতী আর জয়দবে, তাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে মা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের কথা প্রচার করলো এবং তাদেরও প্রচার করতে বলে দিলো।

তারপর এক শুভদিনে স্বয়ং ভগবান পুষ্পক রথ পাঠিয়ে দলিলে। জয়দবে ও জয়াবতী জীবন্ত অবস্থায় সেই রথে চড়ে স্বর্গে চলে গেলো। সকলে তাদের এই অবস্থা দেখে খুব ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

সেই থেকে জয় মঙ্গলবারের ব্রতকথা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লো।

জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের ফল যবে স্ত্রীলোক জয় মঙ্গলবারের ব্রত পালন করে, সে কখনো জলে ডোবে না, আগুন পোড়ে না, কোনো অস্ত্রের ঘায়ে তার মরণ হয় না আর তার হারানধি ফিরে পয়ে থাকে।